# বাংলাদেশে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন
# Urbanization and Industrialization in Bangladesh

**ইউনিট ৮**

*সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের অন্যতম দুটি উপাদান হলো নগরায়ণ ও শিল্পায়ন। নগরায়ণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রামসমূহ শহরে রূপান্তরিত এবং গ্রামের মোট জনসংখ্যার একাংশ নগরে স্থানান্তরিত হয়। শিল্পায়ন নগরায়ণের গতিকে ত্বরান্বিত করে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণ পাশাপাশি ঘটে। ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নগর জীবন পদ্ধতি গ্রহণের প্রক্রিয়াই হলো নগরায়ণ। অন্যদিকে শিল্পায়ন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, যেখানে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সমাজ ক্রমান্বয়ে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার। এর মাধ্যমে কৃষি ও হস্তচালিত অর্থনীতির সমাজব্যবস্থা যান্ত্রিক, শিল্পভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতির সমাজে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সনাতন উৎপাদন পদ্ধতি থেকে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে উত্তরণই হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সামাজিক পরিবর্তনে নিয়ে আসে নতুন ছোঁয়া। ফলে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা দেয় পরিবর্তন। বাংলাদেশে স্বাধীনতাত্তোর সময় থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প, কল-কারখানার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এর মধ্যে পোশাক, ওষুধ, পাট, চা, চিনি, সুতা, কাগজ, তামাক, প্রসাধনী শিল্প প্রধান। পাশাপাশি হিমায়িত মাছসহ অনেক অপ্রচলিত শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে। শিল্পের সম্প্রসারণে গ্রামের অনেক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক শুধু বেকারত্ব ঘুচাতে শিল্পাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে। নগরায়ণের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সমাজ জীবনে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবারেও এ পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীরাও উপার্জন করছে। ফলে পুরুষের উপর মেয়েদের আর্থিক নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। সমাজে মেয়েদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়নের ফলে আমাদের সমাজজীবনে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। দেশে উৎপাদন, মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ ও অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিবর্তনের মূলে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।*

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৫ দিন** |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ- ৮.১ ঃ নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ধারণা
পাঠ- ৮.২ ঃ বাংলাদেশের নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রকৃতি
পাঠ- ৮.৩ ঃ বাংলাদেশে শিল্পায়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সমূহ
পাঠ- ৮.৪ ঃ বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব
পাঠ- ৮.৫ ঃ বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ও এর আর্থসামাজিক প্রভাব

# পাঠ-৮.১ নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ধারণা
# Concept of Urbanization and Industrialization

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বর্ধিত জনগোষ্ঠী, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি। |

## নগরায়ণের ধারণা

'নগরায়ণ' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানের আলোচিত বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্যয়। সাধারণ অর্থে নগরায়ণ হচ্ছে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে নগরীতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নত জীবন ব্যবস্থায় উত্তরণের একটি প্রক্রিয়া। 'নগর' শব্দটি অপেক্ষাকৃত গ্রাম থেকে ভিন্ন বা সক্রিয়। শ্রমের বিশেষীকরণ ও অকৃষিজ পণ্য ও পেশার সমাহারের মাধ্যমে 'নগর' শব্দটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছে। নগর শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Urban, ল্যাটিন শব্দ Orbis এবং গ্রিক শব্দ Gorod হতে উদ্ভুত। ১৬০৯ সালে Pope সর্বপ্রথম Urban শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রামের মানুষ বিভিন্ন রকম কাজের সন্ধানে শহরমুখী হলে শহরের পরিসর বৃদ্ধি পায়। গ্রামের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ শহরের দিকে ধাবিত হয়ে বসবাসের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অস্থায়ী কাজের পরিবেশ হতে ক্রমান্বয়ে স্থায়ী কাজের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ক্ষুদ্র পরিসরে বিপুল জনসমাবেশ ঘটতে থাকে। এ বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন উন্নত জীবনযাত্রা। এর জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, রাস্তাঘাট, যানবাহন, খাদ্যসামগ্রী, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ অপরিহার্য। নাগরিক জীবন ব্যবস্থায় এ ধরনের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে তাকে পরিকল্পিত নগরায়ণ বলা হয়। অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনধারা হতে নগরের জীবনধারা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে নগরায়ণ বলা হয়।

নগরায়ণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। সমাজবিজ্ঞানী মিচেলের মতে, 'নগরায়ণ হচ্ছে শহুরে হওয়ার পদ্ধতি যা কৃষি পেশা থেকে অকৃষি পেশার রূপান্তর এবং মানুষের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির পরিবর্তন।' সমাজবিজ্ঞানী ওয়ারেন এস. থমসনের মতে, 'নগরায়ণ হচ্ছে কৃষি প্রধান জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের অকৃষি কার্মকাণ্ড স্থানান্তর প্রক্রিয়া।' জাতিসংঘ রিপোর্টে নগরায়ণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'দেশের জনসংখ্যার একটি ক্রমবর্ধমান অংশ শহরে বসবাস করার প্রক্রিয়াই হলো নগরায়ণ।'

বাংলাদেশের নগরায়ণের প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গ্রাম হতে লোক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে নগরায়ণ বৃদ্ধির কারণ হলো গ্রামের সমাজ ব্যবস্থাতে কৃষি উৎপাদন বতীত অন্য পেশা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। এছাড়া, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নেই বললেই চলে। ফলে মানুষ অনেকটা বাধ্য হয়েই শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পাশাপাশি নগরজীবনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গ্রামীণ এলিট শ্রেণিকে আকৃষ্ট করছে। কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন ধনী কৃষকদের শহরে স্থানান্তরে ভূমিকা রাখছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে নগরায়ণের গতি ছিল অত্যন্ত ধীর। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে নগরায়ণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৩৪% ছিল নগরকেন্দ্রিক। এরপর ১৯৬১ সালে এর হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫.১৯% এ। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের নগরায়ণ বৃদ্ধি পেয়ে উন্নীত হয় ৮.৭৮% এ। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ১৫.১৮% নগরে বসবাস করছে। ২০১৫ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৪.১ শতাংশ ছিল শহরের অধিবাসী। মূলত বাংলাদেশে নগারায়ণের বৃদ্ধি প্রধানত গ্রাম ছেড়ে নগরে জনসংখ্যা স্থানান্তরেরই ফল।

**শিল্পায়নের ধারণা**

শিল্প বিপ্লবের একটি অপরিহার্য অংশ হচ্ছে শিল্পায়ন। একটি আর্থ সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিল্পায়নের উদ্ভব ঘটে। জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন প্রথমে রেলগাড়িতে এবং পরবর্তীতে শিল্প-কল-কারখানার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্য দিয়ে ১৭৬০ এর দশকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সমাজসহ সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। সাধারণ অর্থে শিল্পায়ন হলো বিভিন্ন উৎপানমুখী কলখারখানা স্থাপন ও সেগুলোর প্রসার লাভ। অন্যভাবে বলতে গেলে, শিল্পায়ন হলো একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যেখানে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মূলত শিল্পায়ন বলতে আমরা বুঝি কৃষিজ দ্রব্যের রূপান্তর ঘটিয়ে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন। এ উৎপাদন ব্যবস্থা অনেকটাই প্রযুক্তি ও যন্ত্রনির্ভর। কোনো দেশের আধুনিক অর্থনীতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্পায়ন হচ্ছে প্রযুক্তির সহায়তায় প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যন্ত্রশক্তির মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

শিল্পায়নের সংজ্ঞায় Prof. John Cornwall (1985: 386) বলেছেন, The term industrialization is meant to denote a phase of economic development in which capital and labor resources shift both relatively and absolutely from agricultural activities into industry specially manufacturing.

জাতিসংঘের শিল্পায়ন কমিটির মতে, শিল্পায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন একটি প্রণালী যাতে জাতীয় সম্পদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ অভ্যন্তরীণ আর্থিক সংগঠনের জন্য নিযুক্ত হয়, যা একাধারে প্রযুক্তিবিদ্যাসম্মত, আধুনিক ও বৈচিত্র্যময়।

শিল্পায়নের আলোচনায় Jary and Jary বলেন 'শিল্পায়ন হলো এমন একটি সাধারণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষি এবং হস্তচালিত উৎপাদন নির্ভর অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে যান্ত্রিক ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজে রূপান্তরিত হয়।' শিল্পায়নের ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। প্রবৃদ্ধির হার এবং জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়নের কারণে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিল্পায়নের ফলে সরকার ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভূমিকা ও কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নগরায়ণ ও শিল্পায়ন সম্পর্কে পাঁচটি করে বাক্য লিখুন। **সময় : ১০ মিনিট** |

## সারসংক্ষেপ

নগরায়ণ ও শিল্পায়ন মালিক শ্রেণির আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণির কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। ফলে বেকারত্ব দূর হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় শিল্পায়নের বিকাশ সাধিত হয়। বাংলাদেশেও সরকারিভাবে পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়। ফলে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রসার ঘটছে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে সামাজিক কাঠামোয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্পায়নের নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়। তাই সমাজবিজ্ঞানে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন ধারনা দু'টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। কোথায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী?
ক) গ্রামে খ) শহরে গ) পৌর এলাকায় ঘ) জেলায়

২। বাংলাদেশের গ্রামগুলো থেকে কেন মানুষ শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে?
ক) গ্রামে কর্মসংস্থানের অভাব খ) গ্রামে জনসংখ্যা বেশী।
গ) গ্রামে শিক্ষার হার কম ঘ) গ্রামে স্তরবিন্যাস কম

৩। 'Urban" শব্দটি প্রথম কখন ব্যবহার হয়?
ক) ১৬০৯ সালে খ) ১৭৫৭ সালে গ) ১৮৫৭ সালে গ) ১৯৭১ সালে

৪। শিল্পায়নের পর জীবিকার প্রয়োজনে ও চাহিদা পুরণের নিমিত্তে বাংলাদেশে কোন সমাজের বিকাশ ঘটে?
ক) গ্রামীণ সমাজের খ) সনাতন সমাজের গ) পল্লি সমাজের ঘ) শহর সমাজের

# পাঠ-৮.২ বাংলাদেশে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রকৃতি
# Nature of Urbanization and Industrialization in Bangladesh

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- বাংলাদেশে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | বাংলাদেশ, নগরায়ণের প্রকৃতি, শিল্পায়নের প্রকৃতি, অকৃষি পেশার বিকাশ, ঘনবসতি। |

## বাংলাদেশে নগরায়নের প্রকৃতি

নগরায়ণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের কোনো একটি এলাকা ক্রমশ নগরে রূপান্তরিত হয়। সাধারণভাবে নগরের উদ্ভব, বিকাশ এবং সম্প্রসারণকে বোঝাতে নগরায়ণ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে নগরায়ণ প্রক্রিয়া দ্রুত ঘটছে। বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রকৃতি হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. সীমিত এলাকায় ঘনবসতি। ঘনবসতির ফলে নগরের কোথাও কোথাও ঘিঞ্জি আবাসিক এলাকা এবং স্বল্পআয়ের মানুষের বসবাসের জন্য বস্তি এলাকা গড়ে ওঠে।

২. নগর এলাকাগুলো স্বশাসিত পৌর/সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়।

৩. অকৃষি পেশার বিস্তার ঘটে। শিল্পোৎপাদন, সেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি পেশা ও অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্র বলে পরিগণিত হয়।

৪. পেশাজীবীদের মধ্যে শ্রম বিভাজন এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

৫. শিক্ষার বিস্তার ঘটে এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগসমূহ প্রধানত নগরকেন্দ্রিক।

৬. নগর জীবনে শিক্ষা ও পেশায় নারী অভিগম্যতা বেশি। নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নে নগর সংস্কৃতি বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে।

৭. নগর সংস্কৃতিতে আধুনিক, উন্নত এবং গতিশীল জীবন-যাপন চর্চা হয়।

৮. উন্নত অবকাঠামো (ভবন, রাস্তা-ঘাট) এবং আধুনিক নাগরিক সুবিধা (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস) নগর জীবনকে গ্রাম থেকে পৃথক এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

৯. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি নাগরিক সেবা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে নগরায়ণের এ প্রকৃতি গ্রামের মানুষকে অনেক বেশি শহরমুখী করছে।

১০. বাংলাদেশের শহরগুলোতে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, শিক্ষা, পেশা ও ক্ষমতা সামাজিক স্তরবিন্যাসের স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। বিলাসবহুল ভবনের ফুটপাতে বিত্তহীনের বসবাস বাংলাদেশের নগর জীবনের এক অনিবার্য বাস্তবতা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন নগরে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। কিন্তু এ বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইউরোপ, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা এমনকি প্রতিবেশী ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের নগরায়ণ এখনো অনেক পশ্চাৎপদ। বর্তমানে গ্রাম ছেড়ে নগরে স্থানান্তর যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে জনসংখ্যার মাপকাঠিতে বাংলাদেশে নগরগুলো আয়তনের দিক থেকে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা কিংবা নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তবুও উন্নত জীবনের হাতছানি প্রতিনিয়ত মানুষকে নগরে আসতে উদ্বুদ্ধ করছে। বস্তুত বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা, বেকারত্ব এবং উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে নগরমুখী করছে। বাংলাদেশের গ্রামগুলো অনেকটাই পশ্চাদপদ, গতিহীন এবং সেখানে পেশার সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে গ্রামগুলো তার অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে নগরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

## বাংলাদেশের শিল্পায়নের প্রকৃতি

শিল্পায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রযুক্তিকে উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে উন্নত ও মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, বিপণন এবং আয়ের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হয়। শিল্পায়নের ফলে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যদিও বাংলাদেশে শিল্পায়নের গতি বেশ মন্থর। বস্তুত প্রাচীনকাল থেকে প্রাক-ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ছিল কৃষিভিত্তিক এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্র ছিল কৃষি। তাছাড়া ভূমিনির্ভর ও কৃষিভিত্তিক গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক স্যার চার্লস মেটক্যাফ ভারতবর্ষের এ গ্রামগুলোকে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন। প্রত্যেকটি গ্রাম জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজেরাই উৎপন্ন বা প্রস্তুত করত। ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সম্প্রদায়' ব্যবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত হতে থাকে। এ সম্পর্কে ড. এ.কে নাজমূল করিম তাঁর *The changing Society in India, Pakistan and Bangladesh* শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "ভারত-বাংলার সমাজব্যবস্থায় ভূমি হচ্ছে সম্পদ এবং কৃষি হচ্ছে অর্থনীতি। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে আমাদের সমাজকাঠামোতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের ফলে ভারতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি সাধিত হয়। অর্থনৈতিক সুবিধার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিল্প-কল-কারখানা পরিচালনা, কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য সহজে পরিবহণের জন্য ব্রিটিশরা এদেশের অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে। রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগের সূচনা করা হয়। বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রেল যোগাযোগের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক কলকারখানার সংখ্যা বাড়তে থাকে"।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। ১৮৭২-৭৩ সালে বোম্বাই প্রদেশে ১৮টি, বাংলায় ২টি কাপড়ের কল এবং ১৮৮২ সালের মধ্যে ভারত-বাংলায় ২০টি পাটের কল স্থাপিত হয়, যারমধ্যে ১৮টি স্থাপিত হয়েছিল বাংলাদেশে। বস্তুতপক্ষে এসব শিল্প-কল-কারখানা গড়ে তোলার পিছনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই প্রাধান্য পেয়েছিল। কারণ, ১৯১৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের কোনো শিল্পনীতি ছিল না। ১৯১৭ সালে ভারতে সর্বপ্রথম শিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে শিল্পায়নের ফলে রপ্তানীমুখী দেশীয় কুটির শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশে পাটকলের সম্প্রসারণ ঘটে। যদিও শোষণ, বৈষম্য এবং অব্যবস্থাপনার কারণে পাট এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানী থেকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান খুব বেশি লাভবান হয়নি।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশে শিল্পায়নের নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রথমদিকে সব কল-কারখানা জাতীয়করণ করা হলেও পরবর্তীতে বিশেষ করে ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃসংশভাবে হত্যার পর এগুলো আবার বেসরকারীকরণ করা হয়। বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগেও নতুন নতুন অনেক শিল্প-কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে পোশাক শিল্প, বস্ত্রকল, পাটকল, চিনিকল, চাশিল্প, চামড়াশিল্প, সার কারখানা, প্লাস্টিক, সিরামিক, নির্মাণশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের শিল্পায়নে আরো গতি এবং উন্নতি সাধিত হয়। শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমশক্তি ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক্স, হিমায়িত খাদ্য, ডেইরি-পোল্ট্রিসহ বিভিন্ন শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করে। সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সফ্টওয়্যার উন্নয়ন, ই-বিজনেস, ই-কমার্স প্রভৃতি শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশের জিডিপিতে এখন কৃষি অপেক্ষা শিল্পের অবদান অনেক বেশি। মোট শ্রমশক্তির একটি বড় অংশই শিল্পে নিয়োজিত।

তবে বাংলাদেশের শিল্পায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা রয়েছে। যোগাযোগ, অবকাঠামোগত দুর্বলতার পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সঙ্কট বিনিয়োগের বড় বাধা বলে চিহ্নিত। এ ছাড়া অব্যবস্থাপনা এবং নানা ধরনের বাহ্যিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব শিল্পায়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। দক্ষ শ্রমশক্তি এবং দেশীয় শিল্পকে পৃষ্ঠপোশকতা প্রদানের অভাবও শিল্পায়নের বড় অন্তরায়। আমদানি-রপ্তানীতে বিরাট ভারসাম্যহীনতা, কার্যকর নীতিমালার অভাবও শিল্পায়নকে কঠিন করে তোলে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর হলে বাংলাদেশে শিল্পায়নের গতি এবং মান দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রকৃতিগুলো চিহ্নিত করুন। | **সময় : ৫ মিনিট** |
|---|---|---|

## সারসংক্ষেপ

নগরায়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকা নগরে রূপান্তরিত হয়। নগরের উদ্ভব, বিকাশ এবং বৃদ্ধি বোঝাতে ও নগরায়ণ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নগরায়ণের মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা বাড়ে এবং সমাজ কাঠামো পরিবর্তন সাধিত হয়। নগরায়ণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ঘনত্ব একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীয়মান হয়। নগরায়ণ নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করে। বাংলাদেশের নগরায়ণের ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে শিল্পায়নের সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ উপনেবিশ শাসনের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান আমলে পাটশিল্পের প্রসার ঘটেছিল। তবে স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পসহ সরকারি পৃষ্ঠপোশকতা এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটে। সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সফটওয়্যার উন্নয়ন শিল্পেও বাংলাদেশ অনেকটা সাফল্য অর্জন করছে। জিডিপি, মাথাপিছু আয় এবং কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও নানাধরনের প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতা শিল্পায়নের গতিকে মন্থর করে দেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। কোন শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে শিল্পায়নের প্রসার ঘটে?
ক) অষ্টাদশ খ) একাদশ গ) দ্বাদশ ঘ) চতুর্দশ

২। আধুনিক যান্ত্রিক প্রযুক্তির আশীর্বাদ কোনটি?
ক) প্রাচীন সমাজ খ) সামন্ত সমাজ
গ) কৃষিভিত্তিক সমাজ ঘ) শিল্পায়িত সমাজ

৩। নগরের উদ্ভব বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বোঝাতে যে প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় তা হলো-
ক) নগর পরিকল্পনা খ) নগর ইহিতাস
গ) নাগরিকতা ঘ) নগরায়ণ

৪। কোনটিকে শিল্পয়িত সমাজের মূলভিত্তি বলা যাবে?
ক) দক্ষ শ্রমিক খ) প্রতিযোগিতা
গ) আধুনিক প্রযুক্তি ঘ) অধিক উৎপাদন

৫। নগর মানসিকতা বলতে বোঝায়-
ক) নগরের প্রতি মানসিক আকর্ষণ খ) নগরের প্রতি ভালবাসা
গ) নগর জীবনযাত্রা প্রণালী বা নগর সংস্কৃতি ঘ) নগরবাসী হওয়ার বাসনা

# পাঠ-৮.৩ বাংলাদেশে শিল্পায়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ
# Major Hindrances to Industrialization in Bangladesh

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | বাংলাদেশ, শিল্পায়ন, প্রতিবন্ধকতা, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান, অদক্ষ শ্রমিক। |

## বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বাংলাদেশে পর্যাপ্ত কাঁচামালসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ, সস্তা শ্রমিক, সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিল্প ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কেননা এ দেশের শিল্পায়নে নানারকম প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। **ঐতিহাসিক পটভূমি:** বাংলাদেশ একটি পলি বিধৌত উর্বর ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত ও লুণ্ঠিত হয়েছে। ফলে দেশটির আর্থ-সামাজিক ভিত্তি অতীত থেকেই ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন পাশ্চাত্যে ব্যাপক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া চলছিল তখন বাংলাদেশ ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের কয়েকটি স্থানে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠলেও এ অঞ্চলে শিল্পায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরং বাংলাদেশ তখন বিলেতি পণ্যের অন্যতম বাজারে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশ বস্ত্রকলের কাপড়ে বাজার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে এ দেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পও ভেঙ্গে পড়ে। পাকিস্তান আমলে পাট শিল্পের প্রসার ঘটলেও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এখানে শিল্পায়ণের গতি খুব বেশি ত্বরান্বিত হয়নি।

২। **উদ্যোক্তার অভাব:** মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিতে সক্ষম এমন উৎসাহী ব্যক্তি তথা পুঁজিপতির অভাব থাকায় বাংলাদেশ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের শিল্পায়িত সমাজের পুঁজিপতিরা তাদের সম্পদ শিল্প-কল-কারখানায় বিনিয়োগ করেন। মুনাফা লাভের মাধ্যমে তাদের পুঁজি ক্রমশ স্ফীত হয়। একটা সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে সম্পদশালী মানুষের অভাব ছিল। যাদের সম্পদ ছিল তাদের অনেকেই শিল্প-কল-কারখানায় বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেছেন। এরা অনেকে জমিতে বিনিয়োগ, বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় কিংবা অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ ব্যয় করেছেন। ফলে উদ্যোক্তার অভাবে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত শিল্পায়ন হয়নি।

৩। **আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর অভিজ্ঞতার অভাব:** শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে প্রয়োজন আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর অভিজ্ঞতা। কারণ শিল্প কারখানায়ই আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। কেবল পুঁজি ও সদিচ্ছা থাকলেই শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা যায় না। শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হবে এমন যন্ত্রপাতি তথা প্রযুক্তিগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ না থাকলে স্বাভাবিকভাবে শিল্প-কারখানা স্থাপনে অনেকেই সাহসী হবেন না। তাছাড়া কারখানা স্থাপনই যথেষ্ট নয় এর রক্ষণাবেক্ষণ, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, উৎপাদন ক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্যও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানের অভাব অন্যতম অন্তরায়।

৪। **দক্ষ শ্রমিকের অভাব:** বাংলাদেশে শিল্পায়নের অন্যতম অন্তরায় হল দক্ষ শ্রমিকের অভাব। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার হার খুবই কম। আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগও অত্যন্ত সীমিত। ফলে আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানহীন। দক্ষতার অভাবে তারা শিল্প-কারখানায় মানসম্মত কাজ পায় না। অথচ আধুনিক শিল্প-কারখানায় দক্ষ ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদের বিশাল চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়া আমাদের

দেশে দক্ষ শ্রমিক ও পেশাজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে চাকুরী নিয়ে চলে যায়। এ প্রেক্ষিতে দক্ষ শ্রমিক ও পেশাজীবীর অভাব বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হিসেবে পরিগণিত।

৫। **রাজনৈতিক কারণঃ** বাংলাদেশে শিল্পায়নের অন্যতম বাধা হচ্ছে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে তথাকথিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রভাব। অপরাজনীতি কয়েকটি উপায়ে শিল্পায়নকে বাধাগ্রস্থ করে। যেমনঃ

ক) তথাকথিত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস ও জোরপূর্বক চাঁদা আদায়। এ ধরনের হীন তৎপরতার জন্য অনেক উদ্যোক্তাই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহস পায় না।

খ) স্থিতিশীলতার অভাব বাংলাদেশের শিল্পায়নের অন্যতম অন্তরায়। বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার পরিবর্তন এবং বারংবার শিল্পনীতি পরিবর্তন হওয়া বা পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় দেশী ও বিদেশী অনেক উদ্যোক্তাই বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে সাহস পায় না। এছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নস্যাৎ করতে যখনতখন হরতাল, ধর্মঘট, সহিংস আন্দোলন, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে।

গ) কোনো শিল্পপতিই চান না তার কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হোক। কেননা উৎপাদন ব্যাহত হলে তার লোকসান অবশ্যম্ভাবী। নানা ধরনের অপতৎপরতায় আমাদের দেশে শিল্প-কারখানায় প্রায়শ উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানী ব্যাহত হয়।

ঘ) রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সুনির্দিষ্ট দর্শন অনুপস্থিত। শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে। কিন্তু কার্যকর পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক অর্থনীতি অনিশ্চিত অবস্থার দিকে পতিত হয়, যা শিল্পয়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

৬। **প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবঃ** বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দরিদ্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতেও কোনো পুঁজি নেই। মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতাও কম। ফলে দেশের সম্পদশালী ও পুঁজিপতির সংখ্যা খুব বেশি নয়। এ কারণে শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগের জন্য মূলধন যোগাড় করার কোন উৎস থাকে না। অথচ শিল্পকারখানা স্থাপনের পূর্বশর্ত হলো মূলধন। তাই প্রয়োজনীয় মুলধনের অভাবেও এখানে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে। মোট জনগোষ্ঠীর যে ক্ষুদ্র অংশটি মূলধন গঠনে সক্ষম তাদের অনেকেই আবার ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনয়োগ করতে চান না। সুতরাং মূলধনের অভাব আমাদের শিল্পায়নের পথে অন্তরায়।

৭। **মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবঃ** মুদ্রাস্ফীতি শিল্পকারখানা স্থাপন ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানীতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। একটি উৎপাদনমুখী শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে সময়ের প্রয়োজন হয়। ঐ কারখানা স্থাপনের শুরুতে অবকাঠামো তৈরিতে যে খরচ হয় কয়েক বছরের ব্যবধানে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বিভিন্ন উপকরণের দাম অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে যাওয়ায় গৃহীত প্রকল্প শেষ করতে বাড়তি অর্থ খরচ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

৮। **শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্যের অভাবঃ** শিল্পায়িত অনেক দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তবে ঐ সব সাহায্যের সবই কঠিন শর্তযুক্ত। দাতা দেশগুলো তাদের দেশের যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমাদেরকে চড়া দামে কিনতে শর্ত আরোপ করে। শর্ত আরোপ করে সে দেশে এক্সপার্টদের অনেক বেতনে এদেশের বিভিন্ন উৎপাদন ইউনিটে চাকরি দিতে। ফলে বৈদেশিক সাহায্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সাহায্য দাতা দেশেই বিভিন্নভাবে ফেরত যায়।

৯। **অবকাঠামোর অভাবঃ** অবকাঠামো বা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাকব বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়। বিশেষ করে এ দেশের স্থল ও জলপথ এতই অনুন্নত যে, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী স্বল্প সময় এবং স্বল্প ব্যয়ে আনা নেওয়া করা সম্ভব হয় না। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার কারণে আজও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদা অনুযায়ী শিল্পকারখানা স্থাপন সম্ভব হচ্ছে না। কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই শিল্প কারখানা স্থাপনের কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। সুষ্ঠু পরিবহনের জন্য রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয় সংস্কার না করা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে।

১০। **কাঁচামাল তথা খনিজ সম্পদের অভাবঃ** শিল্পের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে ও নিয়মিতভাবে কাঁচামালের সরবরাহ। দেশে বিভিন্ন ধরনের ভারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এটি একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ অন্যদিকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। আবার শিল্পের জন্য চাই পর্যাপ্ত শক্তিসম্পদ বা খনিজসম্পদ যেমন তেল, লৌহ, কয়লা, ইস্পাত ইত্যাদি। এগুলোর অভাবেও বাংলাদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

১১। **বিদেশি পণ্যের প্রতি আকর্ষণঃ** স্বদেশে তৈরি শিল্পজাত দ্রব্য কেনার পরিবর্তে দেশের মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি পণ্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে দেশি শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এতে দেশীয় শিল্পগুলোকে অনেক সময় চরম লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া দেশি শিল্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম। আমরা যদি বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশি পণ্য ক্রয় করি তবে শিল্পজাত দ্রব্যের মান ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে, মূল্যও থাকবে হাতের নাগালে। তবে এক্ষেত্রে দেশি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ জরুরি। তা না হলে অনেকেই দেশি পণ্য কিনতে দ্বিধা পোষণ করবেন।

১২। **দৃষ্টিভঙ্গির অভাবঃ** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকেই শিল্প-বিনিয়োগে উদ্যোগী হতে পারেননি। উন্মুক্ত বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অবস্থান মোটেও শক্ত নয়। ফলে শিল্পায়নে এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনেকেই ছিলেন দ্বিধান্বিত ।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করুন। | **সময় : ৫ মিনিট** |
|---|---|---|

## সারসংক্ষেপ

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলোই শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি হিসেবে বিবেচিত। তবে স্থান, কালভেদে তারতম্য ঘটলেও উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে এসব প্রতিবন্ধকতা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। তাই বাংলাদেশকে শিল্পখাতে উন্নয়ন সাধন করতে হলে এসব বিষয়ের দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। নতুবা বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া যেমন মুখ থুবড়ে পড়বে তেমনি বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। আমাদের দেশে কি কারণে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে?
ক) উদ্যোক্তার অভাবে খ) কারিগরি জ্ঞানের অভাবে
গ) 'ক' ও 'খ' উভয় ঘ) কোনোটি নয়

২। শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে প্রয়োজন-
ক) পুঁজি খ) সদিচ্ছা গ) আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ঘ) উপরের সবগুলো

৩। বাংলাদেশের শিল্পায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা কোনটি?
ক) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খ) দক্ষ শ্রমিকের অভাব
গ) অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ঘ) কর্ম বিরতি

# পাঠ-৮.৪ বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব
## Impacts of Urbanization and Industrialization on Bangladesh Society

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | বাংলাদেশের সমাজ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, প্রভাব, পেশা, সংস্কৃতি। |

বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব দু'দিক থেকে বিচার্য। ক) নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হচ্ছে, খ) সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে শিল্পায়নের গতি অনেকটা শ্লথ। তবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। অন্যদিকে চাহিদানুযায়ী নাগরিক সুযোগ সুবিধা ছাড়াই নগরায়ণ হচ্ছে। ফলে সমাজে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তবে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন আমাদের সমাজ কাঠামো তথা সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নতুন ধারার সূচনা করেছে।

### বাংলাদেশের সমাজে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব

নগরায়ণ ও শিল্পায়ন সমাজে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক পরিবর্তনে এর প্রভাব অনেকটা তাৎপর্যপূর্ণ। ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১। **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** নগরায়ণও শিল্পায়নের ফলে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়। এতে গ্রামীণ সমাজ থেকে আগত ব্যক্তিবর্গ কাজের সুযোগ পায়। নিজেদেরকে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেতেও নগর জীবন অধিকতর সহায়ক।

২। **স্থানান্তর গমন ত্বরান্বিত হয়:** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে গ্রাম ছেড়ে নগরে স্থানান্তরের মাত্রা বেড়ে যায়। উন্নয়নকামী দেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি অংশ কর্মসংস্থানের তাগিদে নগরে পাড়ি জমায়। আমাদের সমাজেও এধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

৩। **সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন:** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন। তাছাড়া নগরে বিভিন্ন বিষয়ে বহুমুখী সুযোগ-সুবিধা থাকায় সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ শহরে ভীড় জমায়। র উদ্ভব ঘটে। এর ফলে সমাজের স্তরবিন্যাসের তথা শ্রেণি কাঠামোয় পরিবর্তন হয়। এ প্রেক্ষিতে সমাজ কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে পেশাগত বৈচিত্র্য থাকায় সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায়ও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়।

৪। **সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি:** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকায় নগরবাসীদের মধ্যে দ্রুতগতিতে আর্থ-সামাজিক ও মর্যদাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

৫। **আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে:** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশ ঘটে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বহুমুখী সংস্কৃতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

৬। **গ্রামীণ জীবনে প্রভাব:** গ্রামীণ সংস্কৃতি তথা গ্রামীণ জীবনের উপর নগর সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী জীবনপ্রণালী যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সাংস্কৃতিক আচার-প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদিতে যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও নগরের প্রভাব গ্রামীণ জীবনের উপর গিয়ে পড়ে।

৭। **দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:** জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন অনেকাংশে দায়ী। কেননা নগরাবাসীরা তুলনামূলকভাবে বেশি বাস্তববাদী, বেশি গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের ক্ষেত্রেও নগরের অধিবাসীরা বেশি অগ্রগামী। নগরবাসীরা তুলনামূলকভাবে বেশি রাজনীতি সচেতন। ধর্মনিরপেক্ষতায়ও তারা অধিকতর অগ্রসর।

৮। **আন্তর্জাতিক যোগাযোগঃ** নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে বর্হিবিশ্বের সাথে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করে। বিশ্বায়নের ফলে নানা ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

## নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা

নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে যেসব সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো হচ্ছেঃ

**আবাসিক সমস্যাঃ** আবাসিক সমস্যা বাংলাদেশের নগর সমাজের সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। নগরে বসবাসরত অধিকাংশেরই নিজের বাড়ি নেই এবং তারা ভাড়াবাড়িতে বসবাস করেন। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য সমস্যাটি চরম সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। আবাসিক সমস্যার কারণে শহরের যেখানে-সেখানে বস্তি গড়ে ওঠে এবং ভাসমান লোকজন রাস্তাঘাটে রাত কাটায়। গত তিন দশকে শহরগুলোতে নানা কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আবাসিক সমস্যা আরও প্রকট রূপ ধারণ করেছে। সরকারি প্রচেষ্টায় এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের হাউজিং সোসাইটির মাধ্যমে আবাসিক সমস্যার সমাধানের যে প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে তা একদিকে যেমন প্রয়োজনের তুলনায় কম অন্যদিকে ঐগুলো নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অনেকেরই আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। ফলে নগরের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য আবাসিক সমস্যা তাদের মৌলিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত।

**পরিবেশ দূষণঃ** পরিবেশ দূষণ নগর জীবনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা শুধু জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি নয়, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও বাস্তুব্যবস্থাপনার জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। কল-কারখানা ও গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হওয়ার ফলে বায়ু দুষিত হচ্ছে। নগরের বাস-ট্রাক ও অন্যান্য গাড়ির হর্ন থেকে শব্দ দূষণ হয়। তাছাড়া মাইক বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ফলেও শব্দ দূষণ বৃদ্ধি পায়। সামান্য বৃষ্টিতেই রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। এর ফলে পানি দূষিত হয়। পানির পাইপ ফেঁটেও এ সমস্যা তৈরি হচ্ছে। শহরের নিম্ন অঞ্চলের ডোবা জায়গায় সহজেই বৃষ্টির পানি জমে। এর কারণে মশার বংশ বৃদ্ধি পায়। এভাবে নগর জীবন জনস্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

**ট্রাফিক জ্যামঃ** রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলোতে জনসংখ্যা এবং যানবাহন মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে রাস্তায় চলাফেরা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন শহরগুলোতে অগণিত মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কল-কারখানায় ছুটে চলে। নগরজীবনে ট্রাফিক জ্যাম একটি নিত্যদিনের অসহনীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এছাড়া এর কারণে গন্তব্যস্থলে সময়মত পৌঁছানো দুস্কর হয়ে পড়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে অর্থনীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

**বেকারত্বঃ** নগর জীবনে বেকারত্ব অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্র সীমিত। এছাড়া পরিকল্পনা ছাড়াই অনেক ক্ষেত্রে নগরের বিকাশ ঘটছে। কখনো কখনো অতি নগরায়ণ এ সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এসব জনসংখ্যার প্রায় সবাই নগরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ছুটে যায়। আমাদের দেশে স্বল্প শিল্পায়িত ও অশিল্পায়িত নগরগুলো ক্রমবর্ধমান নগরবাসীর কর্মসংস্থানে সক্ষম হয় না। ফলে নগরে বেকারত্বের সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**অপরাধঃ** সম্প্রতি বাংলাদেশের নগরগুলো প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোর অপরাধ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামান্য ছোট-খাটো অপরাধ থেকে শুরু করে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, খুন, নারী নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ নিত্যদিনের। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইন্টারনেট সন্ত্রাস ও যৌনতাকে উস্কে দিচ্ছে। হাল ফ্যাশনের জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়লেও সেগুলো আয়ত্বে আনার আর্থিক সামর্থ্য না থাকার ফলেও অপরাধ প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুত নগরজীবনে অপরাধ করে সহসাই জনসমুদ্রে গা-ঢাকা দেওয়া যায়। এখানে কেউ কাউকে চেনে না। এটাও অপরাধ সংঘটনের অনুকূলে কাজ করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কম ও তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ, সহায়তা ও পৃষ্ঠপোশকতা না থাকায় অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ অনেকটা কঠিন।

**মাদকাসক্তিঃ** মাদকাসক্তি এক ধরনের সামাজিক সমস্যা যা নানা ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ। ইদানিং বাংলাদেশের নগরগুলোতে মাদকাসক্তি মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির অধিকাংশই বয়সে তরুণ। এরা কেউ হতাশা কেউবা কৌতুহলবশত মাদকাসক্ত হচ্ছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে। তাছাড়া বিপন্ন করছে তার পরিবারকেও সর্বোপরি নানাবিধ অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে সৃষ্টি করছে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা।

**পারিবারিক ভাঙ্গনঃ** নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের অন্যতম প্রভাব হলো পারিবারিক ভাঙন। গ্রামে যৌথ পরিবার ভেঙে যাবার এবং নগরে অনুপরিবার সৃষ্টির পিছনে নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন কম দায়ী নয়। গ্রামের একই যৌথ পরিবারের সদস্য নগরে এসে অকৃষিজ পেশায় যোগ দিয়ে সাধারণত অনু পরিবারই গড়ে তোলে। এ ছাড়া নগরে শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিত্বে সংঘাতের করণে বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পায়।

**অশ্লীলতাঃ** নগর জীবনের অন্যতম সমস্যা হলো অশ্লীলতা। টেলিভিশনের কিছু চ্যানেল, ইউটিউবে এমনসব ছবি দেখা যায় যা আমাদের প্রথা, ঐতিহ্যও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি। অশ্লীল পত্র-পত্রিকাও নগরের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তরুণ সমাজকে বিপথগামী হতে সহায়তা করে। নগরে পেশাগত এবং ভাসমান যৌনকর্মীদের উপস্থিতিও সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। দারিদ্র্যসহ বিভিন্ন কারণে নগরে যৌনকর্মীদের তৎপরতা দেখা যায়। এর প্রভাবে সমাজে শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ বিঘ্নিত হয় এবং নানা ধরনের যৌনরোগের বিস্তার ঘটে এবং যৌন সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।

**গোলযোগ ও সংঘাত জনিত সমস্যাঃ** আমাদের নগর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোলযোগ ও সংঘাত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, মাস্তানি, আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক সংঘাত নগর জীবনকে অস্থির করে তোলে। তাছাড়া, শিল্প কারখানায়, যানবাহনে, ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকায় ও জনাকীর্ণ রাস্তাঘাটে বিভিন্ন ধরনের গোলযোগ ও সংঘাত সংঘটিত হয়ে থাকে।

**মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাঃ** নগরবাসীরা গ্রামবাসীর তুলনায় অধিকতর মানসিক দুশ্চিন্তায় ভোগেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, সীমিত আয় দিয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার সমস্যা নগরবাসীকে সদা ব্যস্ত রাখে। ফলে নগরের অধিবাসীরা হৃদরোগ, উচ্চ রক্ত চাপ ইত্যাদি ব্যধিতে আক্রান্ত হন যার মূলে রয়েছে মানসিক দুশ্চিন্তা।

**সাংস্কৃতিক সংঘাতজনিত সমস্যাঃ** নগরের বিভিন্ন এলাকার নানা মনমানসিকতার মানুষ পাশাপাশি বসবাস করেন। এদের জাত, বর্ণ, শ্রেণি, পেশা, বংশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতিনীতি সবই আলাদা। ফলে প্রায়শ একে অপরের সাথে খুব বেশি আন্তরিক সম্পর্কে আবদ্ধ নন। সামগ্রিকভাবে এরা নগর সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হলেও সবার ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সামাজিকীকরণ আলাদা। ফলে নগরে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হয়।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাবগুলো চিহ্নিত করুন। **সময়ঃ ৫ মিনিট** |
|---|---|

## সারসংক্ষেপ

শিল্পায়ন ও নগরায়ণ বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে। আমাদের অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। এ প্রভাব ইতিবাচক হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে। তবে পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ নেতিবাচক প্রভাব প্রশমিত করতে পারে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব কোনটি?
ক) স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন খ) সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন
গ) পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন

২। শহরগুলোতে বস্তি গড়ে ওঠার যথার্থ তাৎপর্য কোনটি?
ক) মাদকাসক্তি খ) ট্রাফিক জ্যাম গ) আবাসিক সমস্যা ঘ) পরিবেশ দূষণ

৩। নগরায়ণ ও শিল্পায়ন উভয় প্রত্যয়টির মাধ্যমে সমাজে কোন দিকটি ফুঁটে ওঠে?
ক) নতুন নতুন কর্ম ক্ষেত্র খ) আর্থিক সংকট গ) নগরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘ) বেকার সমস্যা

৪। শহরের লোকসংখ্যা প্রনিয়ত অভাবনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে সমাজে কোনটি সমস্যা লক্ষ করা যায়?
ক) টেনশন বৃদ্ধি খ) যানবাহন সমস্যা গ) কাজের গতিহ্রাস ঘ) ট্রাফিক জ্যাম

# পাঠ-৮.৫ বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এবং এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব
# Garments Industry of Bangladesh and Its Socio-Economic Impacts

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | পোশাক শিল্প, আর্থ-সামাজিক প্রভাব, শ্রমিক, দক্ষতা। |

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন হলো শিল্পায়ন। বাংলাদেশে অথনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে পোশাক শিল্প। রপ্তানী আয়, জিডিপিতে অবদান, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিবেচনা করে পোশাক শিল্পকেই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ শিল্প বলে অভিহিত করা যায়, যা বিশ্ববাজারে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ এসেছে বস্ত্র ও পোশাক শিল্প থেকে। একই অর্থ বছরে বস্ত্র ও পোশাক শিল্প থেকে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ২৯,১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে বিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ কাজ করে পোশাক শিল্পে।

### বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কয়েকটি শাখা রয়েছে। নিটওয়্যার, সোয়েটার, ডেনিম, আন্ডারওয়্যার ইত্যাদি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে, এ খাতের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ নারী শ্রমিক। এ শিল্পের উন্নয়নে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপোর্টার এ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। তবে আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশি পোশাক শিল্পের বড় বাজার। বাংলাদেশের শিল্পায়নে পোশাক শিল্প সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ শিল্পের মত আর কোনো শিল্প দ্রুত বিস্তার লাভ করেনি। তবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান অগ্রগতি রাতারাতি সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকেই ধীরে ধীরে এ শিল্পের বিকাশ হয়েছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে টেক্সটাইলস মিলস কর্পোরেশন নামে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ১৯৮২-৮৩ সালে বিটিএমসি এর নিয়ন্ত্রণে মোট ২২টি টেক্সটাইল মিল ছিল। ঐ বছর ২টি নতুন মিলসহ ১টি পুরাতন মিল চালু হয় এবং মোট মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩টি। এ বছর মিলসমূহের ৯৬০.৬০ লক্ষ পাউন্ড সুতা এবং ৫৪৬.০০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা নির্ধারণ করে। ১৯৮৫-৮৬ সালে আরও ৫টি বিশেষ ধরনের মিল চালু হয়। ১৯৮৭-৮৮ সালে ৩৬টি সুতা ও বস্ত্রকল এবং ৫টি বিশেষ মিলসহ মোট ৪১টি মিল চালু হয়। এ ধারা নব্বইয়ের গোটা দশক জুড়ে অব্যাহত ছিল। একবিংশ শতকের প্রথম দশকে এসেও বস্ত্র এবং তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রায় ছেদ পড়েনি। তবে বাংলাদেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে ঘাটতি এবং ঝুঁকিও কম নেই। এসব ঘাটতি ও ঝুঁকি মোকাবিলা করা সম্ভব হলে এদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের ব্যাপ্তি আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। **উৎপাদিত পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন:** বাংলাদেশে তৈরিকৃত পোশাক পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানীতে অনেক দেশের সাথে প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হতে হয়। উৎপাদিত পণ্যে বৈচিত্র্য না থাকলে বিদেশী ক্রেতা আকৃষ্ট হবে না এবং প্রতিযোগিতায়ও টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

২। **শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করা:** বাংলাদেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মানসম্মত বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। তাদের কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি ব্যতীত এ শিল্পের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব নয়।

৩। **শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের সিংহভাগই নারী। এদের বেশিরভাগ আবার নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত এবং অদক্ষ। ফলে শ্রমিক হিসেবে অধিক শ্রম প্রদান করার পরেও তারা কম মজুরি পায়। কারণ দক্ষতার অভাবে তারা উৎকৃষ্টমানের পোশাক উৎপাদন করতে পারে না। দক্ষ জনবলের জন্য অনেক সময় বিদেশিদের উপর নির্ভর করতে হয়। এতে বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। সুতরাং পোশাক শিল্পের উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরি করা অপরিহার্য।

৪। **দেশীয় কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি:** বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানিতে প্রচুর কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। এসব কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে আমদানি শুল্কসহ পণ্যের মূল্য অনেক বেশি পড়ে। তাই প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দেশে উৎপাদন করা সম্ভব হলে পোশাক শিল্পের আরো সমৃদ্ধি ঘটবে।

৫। **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** অতীতে বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে তৈরি পোশাক শিল্প প্রায়ই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং ক্রেতাদেরকে এদেশে আসতে নিরুৎসাহিত করে।

৬। **গ্যাস-বিদ্যুৎ এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা:** বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের অন্যতম বাধা হচ্ছে গ্যাস-বিদ্যুতের অভাব এবং দুর্বল অবকাঠামোগত সহযোগিতা। বন্দর, রাস্তা-ঘাট, পরিবহণসহ নানা বিষয়ে শিল্পের জন্য অনুকূল সহায়তার অভাব রয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতা দূর না হলে আগামীতে দেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে আরো ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হতে পারে।

## পোশাক শিল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

পোশাক শিল্পের দ্রুত প্রসার, বিকাশ, উন্নতি ও সম্প্রসারণ বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। ২০১২ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে জাতীয় আয়ে পোশাক ও বস্ত্র খাতের অবদান ৩১.৬ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি বৃহৎ অংশ। নারীর ক্ষমতায়নেও পোশাক শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। বস্ত্র এবং তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে যে অবদান রাখছে এখানে সংক্ষেপে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। **কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাস:** বস্ত্র ও পোশাক শিল্প দেশের অন্যতম বৃহৎ কর্মক্ষেত্র। শিক্ষিত মানুষের পাশাপাশি দেশের বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর এবং স্বল্পশিক্ষিত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে পোশাক শিল্প।

২। **দারিদ্র্য বিমোচন:** কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে পোশাক শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতেও এ শিল্পের অবদান রয়েছে।

৩। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং জাতীয় আয়ে অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪। **নারীর ক্ষমতায়ন:** বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের মোট শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশ নারী। সমাজের নিম্নবিত্ত, নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত পরিবার থেকে উঠে আসা নারীরা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিবার এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

৫। **নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করছে:** তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করেছে। গ্রামের বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এ শিল্পে। কর্মসংস্থানের প্রয়োজনেই গ্রামের মানুষ শহরে এসে শহরকে আরো বিস্তৃত করেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শহরের বাইরে তৈরি পোশাকের শিল্প-কারাখানা স্থাপন করা হয়েছে। ওই শিল্প-কারাখানাকে ঘিরে জনপদটি ক্রমশ নগরের রূপ লাভ করেছে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে পাঁচটি সুপারিশ এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট** |

## সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তিকে মজবুত করতে পোশাক ও বস্ত্র শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তৈরি পোশাক শিল্পে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের বেকারত্ব সমস্যার সমাধানে তাৎপর্য অবদান রাখছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নেও এ শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা কত ভাগ পোশাক শিল্প হতে আসে?

ক) ৫০% খ) ৭৬%

গ) ৮৫% ঘ) ১০০%

২। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের শিল্পায়নের শ্রেষ্ঠ খাত কোনটি?

ক) পাটশিল্প খ) চিনি শিল্প

গ) পোশাক শিল্প ঘ) মৃৎশিল্প

## ইউনিট-৮ এর উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। নগরায়ণ শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ কোনটি?

ক) Industrilization খ) Urbanization

গ) Socialization ঘ) Generation

২। শিল্প বিপ্লব কোথায় সংঘটিত হয়?

ক) ইউরোপ খ) রাশিয়ায়

গ) জাপানে ঘ) বাংলাদেশে

৩। মেগাসিটি কী?

ক) কোনো শহরের লোক সংখ্যা ১ কোটি বা তদুর্ধ বোঝাতে

খ) কোনো দেশের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ বা তদুর্ধ বোঝাতে

গ) কোনো বিভাগের লোক সংখ্যা ৫০ হাজার বা তদুর্ধ

ঘ) কোনো ইউনিয়নের লোক ১০ হাজার বা তদুর্ধ

### খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৪। গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ-

i. গ্রামে কর্মসংস্থানে অভাব

ii. গ্রামে অর্থনৈতিক সংকট

iii. গ্রামে নদী ভাঙন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। নগরবাসীর প্রধান আয়ের উৎস-

i. চাকুরী

ii. ব্যবসা বাণিজ্য

iii. চিকিৎসা

নিচের কোনটি ঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

### ৩। সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

*নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন*

আদৃতা এবার সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সে তার স্কুল থেকে পাওয়া পাঠ্য বইগুলো দেখে খুব খুশী। বইয়ের রঙিণ কাগজগুলো খুবই উন্নতমানের এবং বাইন্ডিংও খুব ভালো। বইগুলো দেখে আদৃতার বাবা বলেন, আমাদের সময়ে বছরের কয়েক মাস পেরিয়ে যেত তবুও বই হাতে পেতাম না। আমাদের বইগুলো এখনকার বইগুলোর মতো এত উন্নত ছিল না।

ক) নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব কী? ০১

খ) নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দুটি প্রভাব উল্লেখ করুন। ০২

গ) আদৃতার পাঠ্য বইগুলোর মধ্যে আপনি কোন সমাজের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পান? ব্যাখ্যা করুন। ০৩

ঘ) নগরায়ণের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। ০৪